১২-০৫-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা :- মাতা - পিতাকে সম্পূর্ণ অনুসরণ করে সুপুত্র হও, স্মরণ আর শ্রীমতের আধারেই বাবার হৃদয়াসনে বসতে পারবে"

প্রশ্ন :- কোন্ পুরুষার্থে সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয় ?

উত্তর :- এমন পুরুষার্থ করো যাতে অন্তিম সময়ে বাবা ছাড়া দ্বিতীয় কেউ যেন স্মরণে না আসে। এই কারণে বুদ্ধিকে গৃহস্থ জীবনে রেখেও পৃথক রাখো, সবকিছুই ভুলতে থাকো, শ্রীমত অনুযায়ী চলতে থাকো। কাউকেই কাঁটা (দুঃখের) দিও না। প্রতি পদে মাতা - পিতাকে অনুসরণ করো। কোনোরকম দুর্বলতা থাকলে অবিনাশী সার্জনকে সত্যি কথা বলো।

গীত :- নতুন বয়সের কলি তোমরা, বিশ্ব তাকিয়ে তোমাদের দিকে, দায়িত্ব অনেক কাঁধে তোমাদের, প্রতিটি ঘরকে স্বর্গ বানানোর দায়িত্ব তোমাদের কাঁধে --------

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদের এই গানের অর্থ বোঝানো হয়। এই যে মহিমা করা হয় --- এই দেশে সীতা জন্মেছিলো (এই দেশেই গুঞ্জরিত হয় গীতা) --- বাস্তবে তো পুরুষ বা মহিলা সকলেই সীতা। কেননা সবই ভক্তির, সবাই ভক্তি করে, ভগবানকে স্মরণ করে। এই সজনীরা তাদের সাজনকে স্মরণ করে। কি কারণে ? ফুল হওয়ার জন্য। বলা হয় না ----কমল ফুলের মতো থাকতে হবে। এখন তোমরা জানো যে ---আমি আত্মার বাবা পরমাত্মা। তাঁর থেকে স্বর্গের আশীর্বাদী বর্সা পাওয়া যায়, যাকে জীবনমুক্তি বলা হয়। এই জীবনমুক্তির বর্সা অবশ্যই সত্যযুগের জন্য পাওয়া যায়, কলিযুগের জন্য নয়। নতুন দুনিয়া যখনই শুরু হয়ে যায় তখনই নতুন নাটক শুরু হয়ে যায়। দুনিয়া পুরানো হলে নাটকও পুরানো হয়ে যায়। এখন এ হলো পুরানো দুনিয়া। নতুন দুনিয়ায় লক্ষ্মী - নারায়ণ যেন ফুলের মতো ছিলেন। এখন তোমরা জানো যে আমরা কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হচ্ছি --- স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য। একজন অন্যজনের উপর কাম কাটারি চালানোই হলো কাঁটা। তোমাদের এই নিশ্চয়তা আছে যে, আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বাবা এসেছেন আবার আমাদের সদা সুখী স্বর্গের মালিক বানাতে। এই নিশ্চয়তায় গড়বড় হলে চলবে না। বাবা এসে এনাকেও (দাদাকে) বুঝিয়েছেন। এ কথা বলা হয় যে বরাবর আমরা জানতাম না। আমরা প্রথমে সত্যযুগে ধর্মাত্মা ছিলাম। যারা কাম কাটারি চালায় না তাদের ধর্মাত্মা বলা হয়। যারা দান - পুণ্য করে তাদেরই কেবল ধর্মাত্মা বলা হয় না। মানুষ যা কিছুই করে তার ফল দ্বিতীয় জন্মে পায়। এ হলো ইনডাইরেক্ট দান। অনেকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান করে। যেমন অনেকে কৃষ্ণের নামেও দান করে থাকে। কিন্তু কৃষ্ণকে গীতার ভগবান বলে দেওয়ার কারণে দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে। ভগবান বলেন যে - আমি এই ভারতেই এসেছি। তোমরা বাচ্চারা জানো যে -- আমাদের বাবা পরমধাম থেকে এসেছেন। তিনি আমাদের বলেন -- বাচ্চারা, এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, তাই আমাকে স্মরণ করো। তোমরাই সেই লক্ষ্মী - নারায়ণ ছিলে। ত্রেতায় থাকেন রাম - সীতা। কৃষ্ণের যুগ তো আলাদা কিছু নয়। ওরা কৃষ্ণকে দ্বাপরে পাঠিয়ে দিয়েছে। এ ঘটনা আবারও হবে। বাবা বসে বাচ্চাদের শাস্ত্রের সার বুঝিয়ে বলেন। আমি কোনো গীতা ইত্যাদি হাতে নিয়ে বলি না। আমাকে তো জ্ঞানের সাগর বলা হয়। আমাকে ভক্তরা --- সৎ, চৈতন্য, এইভাবেও বলে থাকে। যে মানুষ অনেক বেদ, শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করেন, তাদের শাস্ত্রের অথরিটি বলা হয়। এখন এই বেদ, শাস্ত্র ইত্যাদি কোথা

থেকে শুরু হয়েছে ? ভক্তি মার্গ থেকে । এই অনাদি ড্রামা বানানো আছে । এমন নয় যে বেদ শাস্ত্রকে অনাদি বলা হবে । অনাদি যদি বলতে হয় তো সত্য যুগ থেকে নিয়ে বলতে হবে । সত্য যুগে তো বেদ - শাস্ত্র ইত্যাদি থাকে না । এ তো ভক্তি মার্গ থেকে শুরু হয় । এখন বাবার বুদ্ধিতে আছে যে তিনি জ্ঞানের সাগর । এই মনুষ্য সৃষ্টি একমাত্র তিনিই জানেন । বাবা এসেই তাঁর নিজের পরিচয় দেন । এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘুরতে থাকে, ৮৪ জন্ম মানুষ কিভাবে ভোগ করে । তোমরা জানো যে আমরা ৮৪ জন্ম সতো, রজো এবং তমোতে অভিনয় করি ।

এখন বাবা এসে ব্রহ্মার দ্বারা এই যজ্ঞের রচনা করেছেন । শিববাবার দ্বারা আমরা ব্রহ্মার বাচ্চা হয়েছি । তাহলে তিনি দাদা হয়ে গেলেন । এখানে হলো বাবার আশীর্বাদী বর্সার কথা । অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা মুক্তি এবং জীবনমুক্তির আশীর্বাদী বর্সা চেয়ে এসেছো । এ তোমরা জানতে না যে, বাবা ভক্তদের কাছে আসবেন বা কি করবেন । বলা হয় ভগবান ঘরেও চলে আসে । তিনি তো বড় ঘরে আসবেন, তাই না । তোমাদের জন্য তোমাদের ঘর তো ছোটো । এ হলো বেহদের ঘর । কি জানি ভগবান কখন ভক্তদের কাছে এসে যায় । ভগবান তো অবশ্যই ভক্তদের জন্য আসবেন । ভক্তরা হলো ভগবানের সন্তান । এমন নয় যে, ভগবান সব ভক্তদের মধ্যেই আছেন বা সবাই ভগবান । তা নয় । বাবা ডায়রেক্ট বসে বোঝান যে, আমি অবশ্যই আসবো এসে বাচ্চাদের সুখ দেবো । মানুষ যখন বিলেত থেকে আসে তখন খুব সুন্দর উপহার নিয়ে আসে । বাবা বলেন যে, আমি তোমাদের জন্য বৈকুন্ঠের উপহার নিয়ে আসি । সেখানে বিষ পাওয়া যায় না । এই জ্ঞান অমৃত পান করলে তোমরা স্বর্গে যেতে পারো । তাহলে অবশ্যই এই বিষ ত্যাগ করতে হবে । আমি কোনো সন্ন্যাসী - উদাসীদের মতো বই পড়াই না । আমি তো শান্তিধাম এবং সুখধামের মলিক হওয়ার জন্য রাস্তা বলে দিই । হে আমার প্রিয় বাচ্চা --- বলে পরদেশী বাবা আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন । আর কেউই এমনভাবে বলবে না যে, আমি পরমাত্মা, তোমাদের আত্মাদের সঙ্গে কথা বলছি । ওরা তো বলে দেয় যে ---- আমিই পরমাত্মা, তুমিই আমি । বাবা কি বাবাকে কখনো বর্সা দেয় । বাবা অবশ্যই বাচ্চাদের আশীর্বাদী বর্সা দেবেন । তোমাদের কত বিশাল বুদ্ধি হয়েছে । বাবা এসে বুদ্ধির তালা খোলেন । তোমাদের বুদ্ধিতে মূল বতন এবং সূক্ষ্ম বতনের স্মরণ আছে । এ হলো স্থূল বতন । তোমরা এখন ত্রিকালদর্শী হয়ে গেছো । তোমরা তিন লোক আর তিন কালকে জানো । এ হলো সম্পূর্ণ কথা । সংক্ষেপে কেবল দুটো কথা --- বাবা এবং তাঁর আশীর্বাদী বর্সাকে স্মরণ করতে হবে । এই স্মরণের চার্টের উপরই সমস্তকিছু নির্ভর করছে । ঘরে থেকেও যুক্তি করে চলো --- বাবা আর আশীর্বাদী বর্সাকে স্মরণ করো । চার্ট রাখো -- আমরা কতো সময় যোগে থাকি ? বাবাকে স্মরণ করলে অবশ্যই আশীর্বাদী বর্সা পাওয়া যায় । বাবা তো খুবই সহজ করে বোঝান । কিন্তু কেউ স্মরণ করে, তবে তো । মায়া একদম ভুলিয়ে দেয় । কোনো কোনো বন্ধনে থাকা বাচ্চা এতো ভালো যে তারা ঘরে থেকেও মহারথীদের থেকেও ভালো যোগে থাকে । শিববাবাকে খুব স্মরণ করে -- শিববাবা আমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করো । তারা জানে যে -- শিববাবার থেকে আমরা স্বর্গের রাজত্ব পাই । ঘরে স্মরণ করতে করতে যদি প্রাণ ত্যাগ করো তাহলে খুব ভালো পদ পেতে পারো । "আমার তো এক বাবা দ্বিতীয় আর কেউ নেই" --- এমন নিশ্চয়তায় খুব প্রেম এসে যায় । মেয়েরা কতো মার খায় । এমন সৎসঙ্গ তো কোথাও দেখা যায় না যেখানে মেয়েরা মার খায় । সৎসঙ্গে গেলে কি কেউ বারণ করে ? অনেক তো সৎসঙ্গ আছে । এখানে তো অবলাদের উপর কতো অত্যাচার হয়, অনেক বিঘ্ন আসে । শুরু থেকে নিয়ে চলে আসছে । অকাসুর, বকাসুর কিভাবে বাচ্চাদের অধিকার করতো, বিষের কারণে কতো মার খেতে হতো । কোনো তো কথা থাকবে, তাই না । খুব ভালো ভালো বাচ্চা

যদিও সেন্টারও খোলে তবুও চলতে চলতে মায়ার আঘাত প্রাপ্ত হয় । বাবা তো ধর্মরাজও । তিনি বলেন -- আমি কালেরও কাল । অমৃতসরে এক অকাল তখ্ত আছে, এর অর্থ কেউই বোঝে না । বাবা বলেন --আমি কালেরও কাল । মৃত্যুর যম তো একজন, দুজন করে নিয়ে যায় । বাবা বলেন, আমি তো সব আত্মাদেরই নিয়ে যাবো তাই তোমাদের খুশী হওয়া উচিত । বাবা, আপনি এসেছেন । অর্ধেক কল্প ধরে ভক্তি করেছি কিন্তু ফিরে কেউই যেতে পারে না । এখন আপনি সবাইকেই ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন ।

মানুষ বলে -- ভগবান কালেরও কাল যিনি সবাইকে মেরে ফেলেন । কিন্তু আমি মারি না । আমি তো তোমাদের শরীর থেকে মুক্ত করে আত্মাকে ফুল বানিয়ে নিয়ে যাই, এতে ভয় পাওয়ার তো কোনো কথা নেই । অনেক বাচ্চা মৃত্যুকে ভয় পায় । তারাই ভয় পায় যারা সম্পূর্ণ যোগ করতে পারে না । আরে, আমরা তো ফিরে যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছি । বাবা এসেছেন আমাদের তৈরী করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, তাহলে তোমরা স্বর্গবাসী হবে না কি ? মানুষ বলে -- অমুকে স্বর্গবাসী হয়েছেন কিন্তু কেউই যায় না । স্বর্গ তো এই ভারতেই হয় । সেই যুগ হলো সত্য যুগ । কলি যুগে স্বর্গ কোথা থেকে আসবে । কাগজে দেওয়া হয়, অমুকে বৈকুন্ঠে গেছেন, তার শ্রাদ্ধে খাওয়ানো হয় । এখন বৈকুন্ঠে তো অথৈ বৈভব, তোমরা তাকে কি আর খাওয়াবে । তার যদি সদ্গতি হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তাকে এখানকার ভোজন করিয়ে কেন পতিত বানাও । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে প্রকৃতপক্ষে তোমাদের নির্বাণধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাবা শিক্ষা দেন । তোমাদের খুশীর সঙ্গে যাওয়া উচিত । পুরানো কাঁটার সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করা উচিত । বাবা কতো সহজ করে বলেন, কেবল আমাকে স্মরণ করো, এতে তো অনেক খুশী হওয়া উচিত । বাবা বলেন যে, অতীন্দ্রিয় সুখের কথা জিজ্ঞেস করতে হলে আমার বাচ্চাদের জিজ্ঞেস করো । এখনকার পুরুষার্থে তোমরা ২১ জন্মের প্রালব্ধ বানাও । এখন যদি গ্রহণ না করো তাহলে সব শেষ হয়ে যাবে । এই দৌড় হলো অনেক ভারী । সকলেরই পুরুষার্থ করা উচিত । বাবা বলেন - আমাদের জয় করো । বাবা, মাম্মা, বাপদাদা, পিতাশ্রী বলো, তাই না । এই বাবাও তো তাঁরই কাছে পড়ছে, তাই না । শিববাবাই তোমাদের পড়ান । ইনি তো গৃহস্থী এবং ব্যবসায়ী । এমন খেয়াল আসা উচিত নয় যে -- আমি পরে এসেছি তাই দৌড় লাগতে পারবো না । মা - বাবা বলেন, তারাই সুপুত্র যারা বাবাকে অনুসরণ করে । এই মা - বাবাও পুরুষার্থী । মাতা - পিতাই পুরুষার্থ করান । তুমি আমাদের মাতা - পিতা, আমরা তোমারই সন্তান ----তাহলে ইনিও তো তাঁরই সন্তান হলেন, তাই না । ইনিও গৃহস্থী ছিলেন আর তোমরাও গৃহস্থী । এ তো খুব সহজ । এতেও মায়েদের অনেক সৌভাগ্য, তিনি তাদের চট্ করে বাঁচিয়ে দেন । তোমরা পাঁচ বিকারের সিঁড়িতে চড়বে না । বাল ব্রহ্মচারী ভীষ্ম পিতামহের উদাহরণ আছে তো । এ হলো রাজযোগ । তোমরা জানো যে, আমরা ভবিষ্যতের রাজত্ব পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি । মাম্মা - বাবাও পুরুষার্থ করে উঁচুর থেকে উঁচু পদ পান । আগের কল্পেও তারাই পেয়েছিলেন । বাবা বলেন -- প্রিয় বাচ্চারা, তোমরা সিংহাসনের মালিক হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো । মাম্মা - বাবা বলো, তাহলে কেন পুরুষার্থ করো না, কোনো অসুবিধা হলে বাবাকে বলো । এই কারণেই পুরুষার্থ কম হয় । বাবা হলেন অবিনাশী সার্জন । বাকি যে কোনো অসুবিধায়, দরকার হলে লেখো বা সামনে এসে জিজ্ঞেস করো । বাবা রায় দিয়ে দেবেন । মুখ্য বিষয় হলো বাবা আর আশীর্বাদী বর্সাকে স্মরণ করা । সংক্ষেপে এই যথেষ্ট । সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পাওয়ার পুরুষার্থ করতে করতে এমন স্মরণ করতে হবে যে অন্তিম সময়ে আর অন্য কিছুই যেন স্মরণে না আসে । গৃহস্থ জীবনকে ভুলতে থাকো । বলা হয়, লক্ষ্য তো অনেক বড় আর তোমাদের বিশ্বের মালিক হতে হবে । কতো পরিশ্রম করে , লড়াই করে মানুষ হদের বাদশাহী

নেয় । তোমরা তো স্বর্গে বিশ্বের মালিক হও, তোমাদের আর কি চাই । এমন মিষ্টি বাবা দুনিয়ায় আর কেউই হয় না কিন্তু তোমরা এই বাবার নাম, রূপ, দেশ, কাল সব ভুলে গেছো । বরাবর শিব হলেন আমাদের আত্মাদের বাবা, তিনি স্বর্গের রচয়িতা, তাই স্বর্গের বর্সাই তিনি দেবেন, তাই না, এ সবই তোমরা ভুলে গেছো । কারোর এক সেকেন্ডেই এই তীর লাগতে পারে । বরাবর তিনি হলেন বেহদের বাবা, তিনি আশীর্বাদী বর্সা দিতে এসেছেন । তিনিই হলেন সৃষ্টিকর্তা । কিসের সৃষ্টিকর্তা ? নরকের কি ? এমন তো কখনোই বলা হবে না । বাবা তো স্বর্গের মালিক বানান । আমরা তো ঝট করে গিয়ে তাঁর হাত ধরি । তিনি বৃদ্ধ সাধারণ মানুষের শরীরে এসেছেন । বাবা বলেন – সকল বাচ্চাই অবুঝ, পতিত, পূজারী হয়ে আছে । আমি এসে তাদের পূজারী থেকে পূজ্য বানাই । ইনিও পূজারী ছিলেন । নারায়ণের পূজা করতেন । চিত্রে দেখানো হয় – লক্ষ্মী নারায়ণের পদসেবা করছেন । বাবা থোড়াই এমন কিছু বলেন যে, চরণ ধুয়ে পান করো । বাবা বলেন, প্রথমে লক্ষ্মী তারপরে নারায়ণ । তাই যিনি লক্ষ্মী হন, আমি তাঁর পদসেবা করি । বৃদ্ধা মাতাদের বলা হয়, তোমরা অর্ধ কল্প কতো ধাক্কা খেয়েছো । প্রথমে ভক্তি ছিলো অব্যভিচারী, এখন ব্যভিচারী ভক্তি হয়েছে । মানুষ পরিশ্রান্ত হয়ে গেছে । বাবার সঙ্কল্প হয়েছিলো – আমি গিয়ে নতুন সৃষ্টির রচনা করবো । বাবা তো সবই জানেন । এই অজ্ঞানীরা অর্ধেক কল্প ধরে ভক্তি করে এসেছে । এখন সম্পূর্ণ পরিশ্রান্ত হয়ে গেছে । মৃত্যুও খুবই কড়া, একজন আর একজনকে শেষ করে দেবে । বাবা হলেন পূর্ণ জ্ঞানী কিন্তু তিনি তবুও বলেন -- আমিও এই বন্ধনে বাঁধা । আমি জানি যে বাচ্চারা অত্যন্ত দুঃখী । এদের উপর পাঁচ বিকার এসে ভর করেছে । তাদের এবার বিদায় করতে হবে । তোমাদের সুখের দিন এখন আসছে । এখন তোমরা যদি শ্রীমতে চলো তাহলে শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ হতে পারবে । বাবা হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু । বাকি সমস্তই হলো রচনা । ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা শঙ্করকে পরমাত্মা বলা হবে না । সুপ্রীম সোল হলেন এক শিববাবাই । ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্কর হলেন সূক্ষ্মবতনবাসী । চিত্রতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করের সামনে শিবলিঙ্গ রাখা হয় কেননা এঁরা তাঁর সন্তান, তাই না । এও তাঁরা জানে না । এখন তোমরা বাচ্চারা দিব্য দৃষ্টি পেয়েছো । তোমাদের তো খুবই আনন্দিত থাকা উচিত । আমরা সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি – মধ্য অন্তকে জানি । বাবার থেকে স্বর্গের বর্সা গ্রহণ করছি । আমরা কেবল বাবাকেই স্মরণ করি । আমরা গৃহস্থ জীবনেই থাকি এখানে কিছু ত্যাগ করার থাকে না । প্রথমে তো গোশালা বানানো হত । নাহলে এরা কিভাবে দক্ষ হতো । (মহাভারতে) পাণ্ডবদের দেশ থেকে চলে যেতে বলা হয়েছিলো, তখনই গোশালা বানানো হয়েছিলো । এখন তোমরা বুঝতে পারছো যে আমরা কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হচ্ছি । কেন আমরা বাবা – মাম্মার হৃদয়াসনে বসবো না ? বাবাও বলেন, বাবাকে অনুসরণ করে ক্রমানুসারে হৃদয়াসনে বসো । নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে -- আমরা বাবাকে স্মরণ করছি কি ? রাতে সবসময় পোতামেল দেখো । সারাদিনে বা ভোরবেলা উঠে কতো সময় বাবাকে স্মরণ করেছো ? বাবাকে স্মরণ করে শ্রীমত অনুযায়ী চলতে হবে । একজন অপরজনকে কাঁটা লাগিও না । কাম আর ক্রোধ হলো মুখ্য । একে জিততে পারলেই অন্য ছোটো ছোটো বিকার ঠান্ডা হয়ে যাবে । কাম হলো মহাশত্রু । এই কামের কারণে মানুষ কতো লড়াই – ঝগড়া আর মারামারি করে । বলা হয় -- বাবা, বাচ্চারা অনেক অশান্তি করে । স্বর্গে তো কেউই কখনো কাউকে বিরক্ত করবে না । সেখানে বাচ্চারা কাউকে বিরক্ত করবে না তাই এখন বাবা আর স্বর্গ সুখকে স্মরণ করো । ব্যস, চলো তোমরা এখন সেই সুখধামে । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ – ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) মাতা - পিতার হৃদয়াসনকে জয় করার দৌড় লাগাতে হবে । সম্পূর্ণ অনুসরণ করতে হবে ।

২) পুরানো কাঁটা থেকে সম্বন্ধ ত্যাগ করে "আমার তো এক, দ্বিতীয় আর কেউই নেই" এই নিশ্চয়তায় পোক্ত হতে হবে ।

বরদান :- প্রত্যেককে প্রেম আর শক্তির পালনা দিয়ে প্রেমের ভান্ডারে ভরপুর হও

যে বাচ্চারা সবাইকে যত পরিমাণে বাবার প্রেম বিলাতে পারে ততই তাদের প্রেমের ভান্ডার ভরপুর হতে থাকে । সবসময়ই যেন প্রেমের বর্ষণ হচ্ছে, এমন অনুভব হয় । এক কদমে প্রেম দাও আর বার বার প্রেম নাও । এইসময় সকলেরই প্রেম আর শক্তির প্রয়োজন, তাই কাউকে বাবার দ্বারা প্রেমের দান করো কাউকে আবার শক্তি -----যাতে তাদের উৎসাহ - উদ্দীপনা সর্বদাই জাগরিত থাকে ---- এই হলো বিশেষ আত্মাদের বিশেষ সেবা ।

স্লোগান :- যারা মায়াবী চাতুর্য থেকে দূরে থাকে তারাই বাবার অতি প্রিয় হয় ।